বিদেশে পড়তে যেতে মেয়েদের বেলায় বাধা কেন?

আমাদের দেশে শিক্ষার হার খুবই কম। মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র অর্ধেক শিক্ষিত। আর বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার তো আরো শোচনীয়। ১৯৯৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার হল ৮৩.৬। এর মধ্যে বালক ৮৮.৯ ভাগ ও বালিকা ৭৮ ভাগ এবং বালক-বালিকার অনুপাত ৫২.৪৮। দেশে ও বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সমান সুযোগের ভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে ছে। উন্নত দেশগুলোতে তাকালে আমরা দেখতে পাই সেখানে নারী রুষের শিক্ষার বৈষম্যের হার এত বেশী নেই। কেননা একটি দেশের গতির অন্যতম শর্ত হল সেদেশের জনগণকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ক্ষিত করা। একজন মা শিক্ষিত না হলে সে জাতি কখনও শিক্ষিত ত পারে না। অথচ একজন নারীকে উচ্চ শিক্ষিত হতে গেলে নানা নের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের সমাজে উচ্চ ক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের দ্বার যতটা উন্মুক্ত অথচ নারীদের দ্বার ততটাই রুদ্ধ। অথচ সংবিধানের ২৮ (৩) ধারায় আছে– 'কেবল ধর্ম, াষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোন নোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, ধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।' কিন্তু বাস্তবে এ অবস্থা ভিন্ন। ধুমাত্র পারিবারিক কিংবা সামাজিক বাধার কারণে আমাদের দেশে ম্ভাবনাময় অনেক প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটছে।

কস স্টাডি-১ ঃ রুমানারা দুই বোন এক ভাই। বোনটি স্কুলে পড়ছে। মানা ও ভাই রিফাত একই সাথে এসএসসি ও এইচএসসি পাস রেছে। ভাইয়ের তুলনায় সে অনেক ভাল রেজাল্ট করেছে। ভাই ম্পিউটার সায়েন্স পড়তে আমেরিকায় চলে গেছে। রুমানার ইচ্ছা ছিল ও বিদেশ গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসবে। কিন্তু াবা-মার অনুমতি মেলেনি। বলেছেন, 'ওদের কালচারের সাথে মাদের কালচার মেলে না। তুমি একটা অবিবাহিত মেয়ে। ওখানে লে অনেক সমস্যায় পড়তে পার।' অথচ ভাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু মনটি ভাবা হয়নি। তাই মনের দুঃখ মনে চেপে রেখেই সে াংলাদেশে অনার্স পড়ছে।

কস স্টাডি-২ ঃ হাসিনা আক্তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্সে থম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে একটি রসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছে। কিন্তু খুব শীঘ্রই ঢাকা শ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করবেন বলে আশা করছে। মেধাবী হাসিনার খুব ইচ্ছে দেশে গিয়ে আরো উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবেন। তাহলে কর্মক্ষেত্রে খুব ভাল রবেন বলে আশা করেন। কিন্তু অবিবাহিতা বলে বাবা-মা অনুমতি দিচ্ছেন । বাবা-মাও চান মেয়ে আরো উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করুক। কিন্তু মেয়ে বলে

কিন্তু হাসিনা আশংকা করছেন এভাবে তড়িঘড়ি করে ছেলে দেখে বিয়ে হলে সে যদি ভাল না হয় তাহলে তার উচ্চ শিক্ষার পথ আরো সংকুচিত হয়ে পড়বে না-তো! এ ব্যাপারে তার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বললেন, কি করব মা বলো? যদি অবিবাহিত মেয়েকে পাঠাই তাহলে সমাজের লোকেরা নানা রকমের সমালোচনা করবে। বিদেশ থেকে ফিরে আসলেও ভাল পাত্র হয়তো জানে! তাই আশা করছেন এ রকম ছেলে যদি পাওয়া যায় যে দু'জনেই একসাথে পড়তে যাবে।

কেস স্টাডি-৩ ঃ সীমা ও রিপন পছন্দ করে বিয়ে করেছেন। দু'জনে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন। ছোটবেলা থেকেই সীমার ইচ্ছে ছিল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। বিয়ের আগে রিপনকে যথেষ্ট উদার এবং মুক্ত মনের অধিকারী বলে মনে হয়েছিল। রিপন কথা দিয়েছিল তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মূল্য দেবে। উচ্চ শিক্ষায় কখনও বাধা দেবে না। আগে যথেষ্ট উৎসাহও দিত। কিন্তু বিয়ের পর রিপনের আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সীমার উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে। বর্তমানে সীমা একটি সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করছেন। এখানে সুযোগ আছে বিদেশ গিয়ে পিএইচডি করার। কিন্তু রিপন কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছে না। সীমা তখন বিয়ের আগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রিপন তখন উত্তর দেয়, বিয়ের আগে তো মানুষ কতা কথাই বলে। পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে মানুষের মানসিকতাও পাল্টে যায়। চাকরি তো করছোই। আর কত! কিন্তু স্বামীর এ মানসিকতাকে সীমা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। স্বাধীনচেতা সীমার মনে এতে তীব্র বিরূপ ভাব সৃষ্টি করেছে। সীমার মনে এখন একটাই প্রশ্ন, সে কি স্বামীর এ মানসিকতা মেনে নিয়ে টিকে থাকবে? হয়ত না...।

এর পাশাপাশি অন্যচিত্রও আছে। নিজস্ব আগ্রহ ও ইচ্ছা শক্তি দিয়ে অনেকে বিদেশে পড়াশুনা করতে যাচ্ছেন। এদেরই একজন সানজিদা তামান্না (সুমি)। ভারতের মাদ্রাজ থেকে এ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশুনা করেছেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রী নেন। সানজিদা এ বছরই ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলিনায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্কলারশিপ পেয়েছেন। ডাক্তার বাবা মার মেয়ে সানজিদা। পারিবারিক উৎসাহ সর্বোপরি তার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য এতদূর আসতে পেরেছেন বলে মনে করেন। বিয়ের পরও তার শ্বশুরবাড়ির উৎসাহ ও আগ্রহের কারণেই তিনি পড়াশুনায় উচ্চতর ডিগ্রী নিতে পেরেছেন। এখন আমেরিকায় স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন বলে তার সাদামাটা পুরোপুরি গৃহিনী শাশুড়ীও খুব খুশী। সানজিদা মনে করেন নিজের ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাস দিয়ে মেয়েদের পারিবারিক বা সামাজিক বাধাকে মোকাবেলা করতে হবে।

মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বাধাগুলো দূর করা যায় কিভাবে জানতে চাইলে সমাজ বিজ্ঞানী আফসার উদ্দীন বলেন, আসলে আমাদের গোটা সমাজটারই কাঠামো পরিবর্তন করা দরকার। যদিও মেয়েদের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন। তথাপি তারা অনেক জায়গায় এখনও পুরাতন ধ্যান-ধারণার শিকার। এজন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষদের মনোভাবের পরিবর্তন দরকার। তাদের মানসিকতা উদার হলেই মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার